দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 1 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে শিবিরের বর্বর হামলা আহত ৪০ : ছাত্রাবাস ও ক্লাস বন্ধ ঘোষণা

ফোকাস বাংলা ঃ ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত কয়েকজন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দখলকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের উপর ছাত্রশিবিরের বর্বর হামলায় ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৯ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ছাত্র। তাদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক। রোববার মধ্যরাতে শিবিরের আগ্রাসী হামলায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর গতকাল (সোমবার) সকালে কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। ইনস্টিটিউটের তিনটি ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গতকাল সকালের মধ্যে ছাত্ররা হল ছেড়ে গেছে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ৩নং সিরাজউদ্দৌল্লা ছাত্রাবাস থেকে ২৫ জন ছাত্রকে আটক করেছে। বিদ্যমান জরুরী অবস্থায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পৃঃ৮ঃ কঃ ৪

পলিটেকনিকে শিবিরের বর্বর হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বহাল এবং সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে ছাত্রশিবিরের হল দখলের ঘটনায় প্রশাসনে তোলপাড় চলছে। ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, অবৈধভাবে দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তিসহ ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ৪ দলীয় জোটের শরীক বিএনপি'র অঙ্গসংগঠন ছাত্রদল ও জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। কয়েকদিন আগে দলীয় কোটায় ছাত্রভর্তিকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষ ক্যাম্পাসে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এ বিরোধের জের ধরে ছাত্রশিবির যে কোন সময় ছাত্রদলকে উচ্ছেদ করে ক্যাম্পাসে দখলীয়ত্ব কায়েমের নীলনকশা প্রণয়ন করে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, তার ধারাবাহিকতায় ছাত্রাবাসের ডাইনিংয়ে খাওয়ার গ্রহণকে কেন্দ্র করে রোববার সন্ধ্যার পর থেকে শিবিরের ক্যাডাররা বহিরাগতদের জড়ো করে ছাত্রদলের উপর দফায় দফায় আক্রমণ শুরু করে। ছাত্রদল তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলে রাত ১২ টার পর সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ৩নং ছাত্রাবাসে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলেও মুহূর্তে ইনস্টিটিউটের সবক'টি হলে ছড়িয়ে পড়ে। উভয়পক্ষের ক্যাডাররা বহিরাগতদের সহযোগিতায় একে অপরের উপর হামলা-পাল্টা হামলা চালাতে থাকে। শুরু হয় ছাত্রাবাসের কক্ষ ভাংচুর। ককটেল ও বোমার শব্দে পাহাড় ঘেরা পলিটেকনিক ও সংলগ্ন নাসিরাবাদ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, বহিরাগত ক্যাডারদের সহযোগিতায় শিবির সন্ত্রাসীরা হকিষ্টিক, লোহার রড ও লাঠি নিয়ে ছাত্রদল এবং ছাত্রাবাসের সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের বর্বর হামলায় বেশ কয়েকজন সাধারণ ছাত্রও আহত হয়। শিবির ক্যাডাররা ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের কক্ষের পাশাপাশি সাধারণ ছাত্রদের বেশ কয়েকটি কক্ষও ভাংচুর করে। শিবির নেতারা অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রদলকে হামলার জন্য দায়ী করেছে।

তবে সাধারণ ছাত্রদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সংঘর্ষের শুরুতে ছাত্রদল পিছু হটলে শিবির তাদের আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে তিনটি হল দখল করার জন্য সাধারণ ছাত্রদের উপর আক্রমণ শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে শিবির ৩টি হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারা একই সাথে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র অবস্থান নেয়। এদিকে আহতদের রক্তে ছাত্রাবাস রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাদের চিৎকার ও আহাজারীতে এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। হল কক্ষের দরজা-জানালা আসবাবপত্র ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। খবর পেয়ে তিন প্লাটুন পুলিশ ক্যাম্পাসে ছুটে যায়। পুলিশ রাত ১ টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। পুলিশ হল দখলকারী শিবির ক্যাডারদের হটিয়ে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ২৫ জনকে আটক করা হয়। রক্তাক্ত আহত ৩২ জনকে রাতেই পুলিশের গাড়ীতে করেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ১৯ জনকে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। বাকী ১৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ১৯ জনের অধিকাংশই ছাত্রদল কর্মী ও সাধারণ ছাত্র। তবে তারা সবাই নিজেদেরকে সাধারণ ছাত্র বলে দাবী করছে। তাদের মধ্যে শফিকুল ইসলাম ও রাসেলের অবস্থা আশংকাজনক। আহত অন্য ছাত্ররা হলো সাইমুম, আহ্লাদ, ফখরুল ইসলাম, আরিফ হোসেন, হেলাল উদ্দিন, জমির উদ্দিন, সানি, জয়নাল আবেদীন, আরিফ উল্লাহ, মাসুম আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, সালাহ উদ্দিন, আসাদ উল্লাহ, শিহাব উদ্দিন, সুমন ও জুবাইরুল ইসলাম ওরফে আব্দুর রহিম। আহতদের প্রায় সকলের মাথা ফেটে গেছে এবং হাত পা ভেঙ্গে গেছে। ছাত্রশিবিরের আহত বেশ কয়েকজন ক্যাডার জামায়াত পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে।

এদিকে মধ্যরাতে সংঘর্ষের পর গতকাল সকালে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক অনির্দিষ্টকালের জন্য ৩টি ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা করেছেন। একই সাথে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত করা হয়েছে। তবে ছাত্রীদের একমাত্র হলটি খোলা রয়েছে। সকালের মধ্যে ছাত্ররা হল ছেড়ে গেছে। ক্যাম্পাসে পুলিশের পাশাপাশি কয়েক প্লাটুন আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন-এপিবিএন মোতায়েন রয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মোশাররফ হোসাইন চৌধুরী জানান, ২ তারিখ থেকে কারিগরি বোর্ড নির্ধারিত সব পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে আটক ২৫ ছাত্রকে ছাড়িয়ে নিতে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ দেনদরবার করে যাচ্ছে। ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ ও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ পৃথক দু'টি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জানা গেছে, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরও উভয়ের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ত্যাগের পর শিবির ও ছাত্রদল পলিটেকনিক ক্যাম্পাস দখল করে। বিগত জোট সরকারের ৫ বছরে ছাত্রদলের সাথে ছাত্রদল এবং ছাত্রদলের সাথে ছাত্রশিবিরের প্রায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটত। এলাকায় চাঁদাবাজি, পাহাড় দখল বেদখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। বিদ্যমান জরুরী অবস্থায় ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় রোববারের মধ্যরাতে ঘটে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা। ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়ার পরও শিবির ক্যাডাররা এলাকায় অবস্থান করছে। তারা পুরনো কায়দায় যে কোন সময় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস দখল করতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসন এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করেছে। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক দখল করতে গত ২০ বছরে শিবির অসংখ্যবার ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। শিবিরের সন্ত্রাসী হামলায় সংসদের নির্বাচিত ডিপি জিএস ছাত্রদল নেতা জমির ফরিদসহ অসংখ্য নেতা-কর্মী প্রাণ হারিয়েছে।